পাঠা বলিতে মেতে উঠেছে হিন্দু সম্প্রদায়

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি পূজা হলো সিদ্ধেশ্বরী পূঁজা। ।হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজারও নারী পুরুষ মেতে উঠেছেন পূঁজা উদযাপনে। শুধু মেহেরপুর নয়, এ সম্প্রদায়ের নানা বয়সী নারী পুরুষ এসেছেন পার্শ্ববর্তি বিভিন্ন জেলা থেকে।

আজ রবিবার (১৫ মে) মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী বড়বাজার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এ সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এটি মূলত মান্নত পূরণের জন্য পাঠা বলির পূঁজা বলে জানালেন গাংনী থেকে আসা শ্রী লালন কুমার দাশ।

মেহেরপুর জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গায়, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা ঝিনাইদহ থেকে এসছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা সাগর মন্ডল, চঞ্চল ও আকাশ জানান, এটি একটি ঐতিহ্যবাহি ধর্মীয় উৎসব এবং উৎসব উপলক্ষে দিনব্যাপি মেলা। মেলায় অনেক ঘুরেছি। ভাল লাগছে এখানে এসে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী গ্রামের ইন্দ্রজিৎ হালদার জানালেন, ছোট মেয়ে সূচনার জন্য মান্নত করেছিলাম। আমার পরিবারের সবাই এসেছি এখানে। পাঠা বলি দিয়েছি। পুরোহিতের কাছে পাঠা দিয়ে পুঁজা সম্পন্ন করে এখন মেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরছি।

গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রাম থেকে আসা পদ্দা হালদার বলেন, আমার ছেলে শ্রী মনজোনের চোখে সমস্যা আছে। তাই তার জন্য মান্নত করেছি। আমরা সন্ধ্যা হালদার ও পদ্দা হালদারের সাথে এসছি।

গাংনী থানার চাঁদপুরের মহল দাস বলেন,করোণার কারণে গত দুই বছর এই সিদ্ধেশরী পূজাঁ বন্ধ ছিল। এবছর জাঁকজমক ভাবেই পূজাঁ ও মেলা হচ্ছে। আমরা পরিবারের সাথে ঘোরাঘুরির আর পূজা দেখার জন্যই এসেছি।

দৌলতপুর থেকে আসা শ্রী স্বাধীন কুমার বলেন, গত দু বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। আগের বছরগুলোতে মেলায় প্রচুর মানুষজন আসতো। এবছর

মেলা ও পুজাঁ এক সাথে হলেও আগের মতো মেলার সেই জৌলুস আর নেই।

মেহেরপুর সিদ্ধেশরী কালি মন্দীরের পুরোহিত তপন ব্যনার্জি জানালেন, সিদ্ধেশরী পুজাঁ উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এটা একটি উৎসবও বটে। মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় এ জেলার আশে পাশের জেলাগুলো থেকে শত শত মানুষ আসেন এ উৎসবে।

বিভিন্ন রোগ ভোগের কারণে ঠাকুরের কাছে মান্নত করেন। তারা ঠাকুরের উদ্যেশ্যে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন। অন্যান্য বছরে আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকেও অনেক ভক্তগণ আসতেন। করোণার কারনে গত দুই বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। এবছর আবারও শুরু করা হয়েছে।

সুন্দর বাংলাদেশ

শুধু নামাজ আদায় নয়, ইসলামি গবেষণা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদ ব্যবহার করা মুসলিমদের ঐতিহ্য। যদিও আগের সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। মসজিদগুলো এখন ব্যবহার হয় শুধু নামাজের জন্যই। বর্তমান সরকার সারাদেশে দৃষ্টিনন্দন ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় ১৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন মসজিদটি শোভা পাচ্ছে স্ব-মহিমায়।

মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর

আগামী মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

মেহেরপুরে ইসলামী ব্যাংকের ইফতার মাহফিল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার উদ্যোগে “সার্বজনীন কল্যাণে মাহে রমযান” শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
গতকাল বুধবার বিকালে ব্যাংক মিলনায়তনে ব্যাংকের এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী। মূল আলোচনা পেশ করেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুহাঃ সিরাজ উদ্দীন ।
প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মাহে রমযানের গুরুত্ব তুলে ধরেন ও কল্যানমুখী ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে রলেন রমযানের এত মর্যাদা মূলত আল কুরআনের কারনেই। সে কারনে তিনি কুরআন ভিত্তিক জীবন গঠনের উপর বিশেষ আহবান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক পবিত্র মাহে রমযানের সার্বজনীন কল্যানগুলো উল্লেখ করেন ও প্রকৃত মুত্তাকী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার আহব্বান জানান।
সভাপতির বক্তব্যে ব্যাংকের এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান মো: জাহাঙ্গীর আলম ইসলামী ব্যাংক সুদ থেকে বেঁচে থাকার এক উত্তম নেয়ামত উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সাদাকার গুরুত্ত্ব তুলে ধরে উপস্থিত সকলকে ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট হিসাব, হজু ও মোহর হিসাব খোলার আহবান জানান। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের আন্তরিক সেবা প্রদানে নিজেদের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকল মেহমান, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে বিশ্ব মানবতার জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসন প্রাঙ্গণে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা বিজিবির পরিচালক অধিনায়ক শাহ মোঃ ইশতিয়াক পিএসসি, জেলা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিরিন নাহার, জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অতিথি হিসেবে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা জজ আদালতে পিপি অ্যাড. পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মুন্টু, সাবেক সভাপতি আলামিন হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, গাাংনী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহান ইয়াসমিন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকনসহ সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তারা- কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইলিয়াস হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন, সদর উপজেলা সভাপতি মাওলানা সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন সহ অন্যান্য ইমাম গণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফিতরা নির্ধারণ মাথাপিছূ ৭০ টাকা

মেহেরপুর জেলায় এবার জনপ্রতি ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া ওলামা পরিষদ এবং তিন জেলা ইমাম পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা শেষে মেহেরপুর জেলা জনপ্রতি ৭০ টাকা হারে ফিতরা নির্ধারণ করা হয়। ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুফতি হাফিজুর রহমান, মেহেরপুর পৌর ইমাম পরিষদের সভাপতি মাওলানা ইয়ারুল ইসলাম, মাওলানা শাহ আলম, মাওলানা হাসানুজ্জামান, মুফতি আবু বক্কর, মাওলানা হুসাইন, মাওলানা মামুন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার কুকিয়া চাঁদপুর বারোয়ারী পূজা মুন্দিরে মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের কুকিয়া চাঁদপুর বারোয়ারী পূজা মুন্দিরে শ্রীশ্রী তারকব্রক্ষ মহানাম

যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত সোমবার ভোর রাত হতে ১৬ প্রহর ব্যাপী ২য় বার্ষিকি নামযজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ব্যাপী এ নামযজ্ঞানুষ্ঠান চলবে আগামী বৃহস্পতিবার ভোর রাত পর্যন্ত।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নামযজ্ঞানুষ্ঠান পরিদর্শনে করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুব ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক আরশাদ উদ্দিন আহম্মেদ (চন্দন)। নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার সাহা বিশুর সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক মাসুদ বিশ্বাসের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও আলোচনা করেন, ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারন সম্পাদক রফিক ডাক্তার, মুন্দির কমিটির সভাপতি গৌতম সাহা, সেক্রেটারী শ্রী সুদেব হালদার। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুদেব হালদার, সহ-কোষাধ্যক্ষ শ্রী গণেষ হালদার, প্রমুখ।

এ মহানাম যজ্ঞ সুধা পরিবেশনায় রয়েছেন, খুলনা ডুমুরিয়ার শ্রী শ্রী জয়দেবী অষ্টসখি সমপ্রদায়, ঝিনাইদহ নিত্যানন্দ সমপ্রদায়, যশোর শ্রী শ্রী মা জননী সম্প্রদায়, খুলনা পাইকগাছা শ্রী শ্রী অষ্টসখি সম্প্রদায়, ঝিনাইদহ শ্রী শ্রী মামা ভাগ্নে সম্প্রদায়, চৌগাছা শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ সম্প্রদায় ও স্বাগতিক শ্রী শ্রী হরিভক্ত সম্প্রদায়।

হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের মাপকাঠি

নবী (সা.)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। তাই হাদিস শরিফ হচ্ছে নবী-জীবনের বিশদ বিবরণ। নবী- জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে হাদিসের কিতাবে বিদ্যমান আছে। হাদিস শরিফ যেমন নবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, তাঁর আচার-ব্যবহার

ইত্যাদি বিষয়েরও মূল্যবান দলিল, তেমনি তা কোরআনের পরে শরিয়তের বিধি-বিধানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও প্রমাণ। কেননা রাসুল (সা.)-এর হাদিস ও সুন্নাহ হলো কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর আপনার প্রতি নাজিল করেছি কোরআন, যাতে আপনি মানুষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪৪)

আর আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি আর আমিই এর হেফাজতকারী।’ (সুরা: হিজর, আয়াত: ৯)

ওই আয়াতের ঘোষণায় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এখন কথা হলো যে কোরআনে কারিম শুধু শব্দাবলির নামই নয়, বরং তা শব্দ এবং মর্ম ও ব্যাখ্যা উভয়টির সমন্বয়েই গঠিত। এতে প্রমাণিত হয় যে কোরআনে কারিমের শব্দ এবং মর্ম ও ব্যাখ্যা উভয়টিই মহান আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। অতএব কোরআনে কারিমের মতো রাসুল (সা.)-এর হাদিস ও সুন্নাহও সংরক্ষিত।

মহান আল্লাহ কোরআনে কারিমের শব্দের মতো মর্ম ও ব্যাখ্যা তথা রাসুল (সা.)-এর হাদিস ও সুন্নাহকেও যুগে যুগে কিভাবে সংরক্ষণ করেছেন তার সামান্য কিছু আলোচনা আমরা পেশ করব, ইনশাআল্লাহ।

নবী (সা.)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন সাহাবায়ে কিরাম। আর তাঁরাই হাদিস শরিফের প্রথম বর্ণনাকারী। তাঁদের মাধ্যমেই নবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ সংরক্ষিত হয়েছে। লক্ষাধিক সাহাবি নবী (সা.)-কে দেখেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁদের এই সাহচর্য ছিল ওই পূর্ণতম আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে, যা ইসলামী পরিভাষা ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেটি হচ্ছে ঈমান। অতএব যারা বলে যে ১০০ বছর ধরে হাদিস শরিফ অসংরক্ষিত ছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকেই লিখনের মাধ্যমে না হলেও বিভিন্ন পন্থায় হাদিস ও সুন্নাহ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এ আলোচনা বোঝার সুবিধার্থে প্রথমেই আমরা বর্ণনাকারীর সংখ্যাভেদে হাদিসের প্রকারভেদ বুঝে নিই।

এক. মুতাওয়াতির। যে হাদিস রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি যুগে এমন বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করে আসছেন, যাঁদের মিথ্যার ওপর একত্র হওয়া অসম্ভব, সেগুলোকে মুতাওয়াতির হাদিস বলা হয়। এ ধরনের হাদিস আবার দুই প্রকার।

ক. শাব্দিক মুতাওয়াতির। যে হাদিস উপরোক্ত সংখ্যার বর্ণনাকারীরা

এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনার শব্দও এক ও অভিন্ন হয়, যার শব্দগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণত, রাসুল (সা.)-এর হাদিস যে ব্যক্তি কোনো মিথ্যা কথা বা কাজ আমার দিকে সম্বন্ধ করে ইচ্ছাকৃত বর্ণনা করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারি, হাদিস: ১১০)

এ হাদিস সহিহ বুখারিসহ হাদিসের অসংখ্য কিতাবে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি প্রায় ৭৪ জন সাহাবি প্রায় একই শব্দে বর্ণনা করেছেন। পরে প্রত্যেক সাহাবি থেকে তাঁদের নিজ নিজ অসংখ্য শাগরেদ বর্ণনা করেন। এভাবে অসংখ্য বর্ণনায় তা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

খ. অর্থগত মুতাওয়াতির। যে হাদিস উপরোক্ত সংখ্যার বর্ণনাকারীরা অভিন্ন শব্দে বর্ণনা না করে থাকলেও সব বর্ণনাকারী এমন একটি বিষয়ে একমত, যা প্রত্যেকের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়, ওই বিষয়টিই ‘অর্থগত মুতাওয়াতির’ দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণত, নামাজের ওয়াক্ত ও রাকাতসংখ্যা ইত্যাদি প্রতিটি শাব্দিক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না হলেও এমন বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, যাঁদের শব্দ ও ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন হলেও এ কথার ওপর সবাই একমত যে ফরজ নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত এবং ফজরের ফরজ দুই রাকাত ও জোহরের ফরজ চার রাকাত ইত্যাদি। অতএব এগুলো ‘অর্থগত মুতাওয়াতির’ হাদিসগুলোর দ্বারা প্রমাণিত।

দুই. মাশহুর। যে হাদিস সাহাবায়ে কিরামের যুগে মুতাওয়াতির সংখ্যক বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেননি, বরং কয়েকজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তবে তাবেয়ি বা তাবে তাবেয়িদের যুগ থেকে অদ্যাবধি মুতাওয়াতির সংখ্যক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে।

তিন. খবরে ওয়াহিদ। যে হাদিসগুলোর বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোনো যুগে মুতাওয়াতির সংখ্যক বর্ণনাকারীদের সংখ্যা থেকে কমে যায়, যার কারণে তা ‘মুতাওয়াতির’ বা ‘মাশহুর’ পর্যায়ে পৌঁছায় না।

হাদিসের ওই প্রকারভেদের মাধ্যমে বোঝা যায় যে প্রথম প্রকার তথা ‘মুতাওয়াতির’ হাদিস প্রামাণ্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। কেননা তা এমন অকাট্যভাবে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, তাতে সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। আর দ্বিতীয় প্রকার তথা ‘মাশহুর’ হাদিস প্রামাণ্যের দিক দিয়ে ‘মুতাওয়াতির’ থেকে সামান্য নিচু হলেও

প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আর তৃতীয় প্রকার তথা ‘খবরে ওয়াহিদ’ হাদিস প্রামাণ্যতা তার বর্ণনাকারীর সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। যদি বর্ণনাকারীদের কারো যোগ্যতার মধ্যে সামান্য সন্দেহ হয়, তখন হাদিসের প্রামাণ্যতায়ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তবে সামান্য সন্দেহযুক্ত বর্ণনা যদি একাধিক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়, তখন তার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর যদি বেশি সন্দেহযুক্ত হয় অথবা বর্ণনাকারী অসৎ বা অযোগ্য হয় তখন সে বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। (দেখুন: উসুলুল জাসসাস ৩/৩৫-৫৯)

খবর গ্রহণের এই মানদণ্ড আমরা অনেক ক্ষেত্রে দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডেও বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকি। তবে হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বযুগের হাদিসবিশারদরা ওই মাপকাঠিতে কঠিনভাবে পরখ করে যাচাইয়ের মাধ্যমেই যুগে যুগে হাদিস বর্ণনার ধারা চলে আসছে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারী রাসুল (সা.)-এর এই হাদিসটি মাথায় রেখেই হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মিথ্যা কথা বা কাজ আমার দিকে সম্বন্ধ করে ইচ্ছাকৃত বর্ণনা করবে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারি, হাদিস : ১১০)

এই হাদিস হাদিসবিশারদদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই হাদিস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটুকু সত্যতার পরখ করা হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।